৬

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 10 FEB 1993
পৃষ্ঠা 8 কলাম 2

ওদের কি হবে

বাংলাদেশের অনেক ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তিলাভ করে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রে পড়তে গিয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর সাবেক প্রজাতন্ত্রগুলো স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে এবং স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের কমনওয়েলথ (সিআইএস) গঠিত হয়েছে। নবগঠিত এসব রাষ্ট্রে অধ্যয়নরত বাংলাদেশের কয়েকশ' ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবনে মারাত্মক সংকট দেখা দিয়েছে। লাটভিয়া, কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান, ইউক্রেন প্রভৃতি দেশে বিদেশী ছাত্রদের বৃত্তিভাতা বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে বলে খবর পাওয়া গেছে। ফলে সেখানে তাদের পড়াশোনা চালানোই প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছে।

স্বাধীনতার পর থেকে এযাবৎ বেশ কয়েক হাজার শিক্ষার্থী সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে উচ্চশিক্ষায় ডিগ্রী নিয়ে এসেছে। পড়াশোনার জন্য নিজেদের কোন খরচ দিতে হয়নি। প্রতিমাসে যে ভাতা দেয়া হতো তাতে খাওয়া–পরা চলে গেছে। এতদিন তেমন কোন সমস্যা ছিল না। কিন্তু যারা ৮০'র দশকের শেষ দিকে সেখানে পড়তে গিয়েছে, ভাঙাগড়ার যাঁতাকলে পড়ে এখন তাদের শিক্ষাজীবনে দেখা দিয়েছে চরম অনিশ্চয়তা।

বর্তমানে রাশিয়াসহ সিআইএসভুক্ত প্রতিটি দেশে চলছে সমস্যা ও সংকট। রাজনীতি ও অর্থনীতিতে এসেছে একেবারে বিপরীতধর্মী পরিবর্তন। উৎপাদনে মন্দা, মুদ্রাস্ফীতি এবং বেকারত্ব এখন চরমে। নিজেদের অবস্থাই যখন বেসামাল, তখন বিদেশী ছাত্রদের বৃত্তিভাতা একে একে বন্ধ হওয়াটা বিচিত্র নয়।

আগে যে হারে বৃত্তিভাতা দেয়া হতো, তাতে এখন মাস চলা দূরের কথা, কয়েক দিন চলাই কঠিন। মুদ্রাস্ফীতি আকাশচুম্বী। পার্টটাইম কাজের সুযোগও তেমন নেই। অনেকেই টিকে থাকার তাগিদে ফটকাবাজি ব্যবসায় জড়িত হচ্ছে বলে উদ্বেগজনক খবর পাওয়া গেছে।

অথচ যারা সেখানে পড়তে গিয়েছে তাদের প্রায় সবাই মেধাবী ছাত্রছাত্রী। তাদের অনেকেই গরীব ঘরের সন্তান। বিদেশে উচ্চতর শিক্ষালাভ করে একদিন বড় হবে— এই ছিল তাদের আশা। এখন বৃত্তিভাতা বন্ধ হলে তাদের কয়েক বছরের পড়াশোনাও বরবাদ হবে। কোন ডিগ্রী ছাড়া দেশে ফিরতে হলে এখানেও তাদের কোন গতি হবে না।

এ অবস্থায় সিআইএসভুক্ত দেশগুলোতে অধ্যয়নরত বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীদের ভালমন্দের প্রতি বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ নজর দেয়া দরকার। এসব দেশের সাথে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সরকারের সাথে কূটনৈতিক পর্যায়ে আলোচনা করা এখন খুবই জরুরী। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন সরকারের প্রদত্ত বৃত্তির সুযোগ সুবিধা যেন এখনও চালু রাখা হয় সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার। পাশাপাশি প্রবাসে বিপন্ন ছাত্রছাত্রীদের জন্য তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে যেন সহজে বিশেষ ব্যবস্থায় টাকা পাঠানো যায় সে সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। তাহলে এসব শিক্ষার্থী অন্তত অবশিষ্ট কয়েক বছরের পড়াশোনা শেষ করে একটা ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফিরতে পারবে।